ST. XAVIER'S SCHOOL PURULIA

SUB : BENGALI LANG.

CLASS : V PHASE : I

আজকের পাঠ

অধ্যায় ১, ভাষা ও ব্যাকরণ

পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা Language ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত। আজ আমরা প্রথম অধ্যায়ঃ ভাষা ও ব্যাকরণ পাঠটি আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর সমাধান করব।

'ভাষা কি ?' সেটা জানতে প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে, মানুষের মুখ দিয়ে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনির সমষ্টি বা মিলিত আওয়াজকেই ভাষা বলে। অর্থাৎ ভাষা প্রথমতঃ মুখের বিভিন্ন বাগ্ যন্ত্র দ্বারা উচ্চারিত হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই উচ্চারণের বা ধ্বনির একটা অর্থ বা মানে থাকতে হবে। ধ্বনি বা আওয়াজ অর্থপূর্ণ না হলে তাকে ভাষা বলা যাবে না। এবার ভাষার শ্রেণী বিভাগটি দেখঃ-

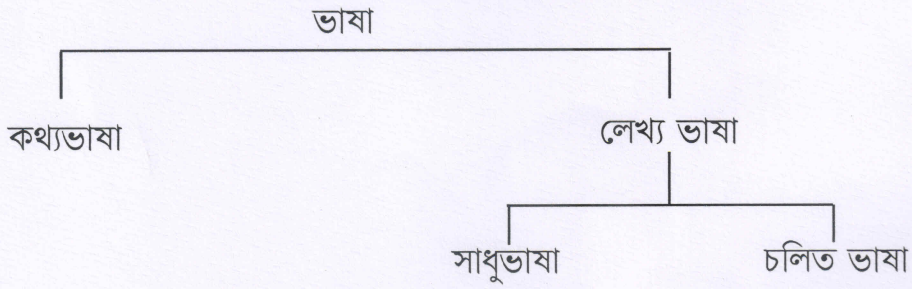

কথ্যভাষা হলঃ মনের ভাবকে কেবল মুখে বলে প্রকাশ করা কিন্তু লেখ্য ভাষা হলঃ মনের ভাবকে সুচারুভাবে লিখে প্রকাশ করার কৌশল। আবার এই লেখ্য ভাষাকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাধু ও চলিত ভাষা।

●● মনে রাখবে সাধু ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার থাকে। কিন্তু চলিত ভাষা খুব সহজ সরল ও বোধগম্য। প্রতিটি ভাষায় ব্যাকরণথাকে। এটি ভাষাকে শুদ্ধ ও নির্ভুল ভাবে লিখতে পড়তে ও বলতে সাহায্য করে। যেমন- বাংলা ব্যাকরণ, হিন্দি ব্যাকরণ, ইংরেজী ব্যাকরণ ইত্যাদি। তাহলে যে বইয়ে ভাষার এই নিয়মগুলি থাকে তাকেই ব্যাকরণ বলে। আমাদের মাতৃভাষারও এইরকম ব্যাকরণ রয়েছে। বাংলাব্যাকরণ। যদি কারো হিন্দি মাতৃভাষা হয় তবে সেটা হিন্দি ব্যাকরণ।)

এবার প্রশ্ন-উত্তর পর্বে ব্যাপারটা আমরা আরো ভালোভাবে বুঝে নেব।

প্রশ্ন-১। ক) ভাষা কাকে বলে ?

উত্তরঃ মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টিকেই ভাষা বলে।

খ) ভাষা কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তরঃ ভাষা দুই প্রকার। ক) কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষা।

গ) লেখ্য ভাষা কাকে বলে ? লেখ্য ভাষা কয় প্রকার ও কি কি ?

উত্তরঃ যে ভাষায় আমরা আমাদের মনের ভাবকে সুচারুরূপে লিখে রাখি তাকে লেখ্যভাষা বলে। লেখ্যভাষা দুই প্রকার- ১) সাধু ভাষা ২) চলিত ভাষা।

ঘ) সাধুভাষা কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তরঃ সংস্কৃত শব্দবহুল, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ সম্বলিত গুরুগম্ভীর ভাষাকে সাধুভাষা বলে। যেমন - পক্ষিগণ কূজন করিতেছে।

ঙ) চলিত ভাষা কাকে বলে ? উদাহরণ দাও।

উত্তরঃ প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত পরিচিত শব্দবহুল সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ সম্বলিত সহজ, বোধগম্য ভাষাকে চলিত ভাষা বলে। যেমন- পাখিরা কিচির মিচির করছে।

চ) সাধুভাষা ও চলিত ভাষার দুটি পার্থক্য লেখ।

উত্তরঃ

সাধুভাষা	চলিত ভাষা
১। সাধুভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার থাকে।	১। চলিত ভাষায় দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত পরিচিত শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহার হয়।
২। সাধুভাষা অত্যন্ত জটিল ও সহজে বোঝা যায় না।	২। চলিতভাষা অত্যন্ত সরল ও সহজেই বোঝা যায়।

ছ) ব্যাকরণ কাকে বলে ?

উত্তরঃ কোন ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে ও বলতে গেলে যে বইয়ের সাহায্য নিতে হয়, তাকে ব্যাকরণ বলে।

জ) ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী ?

উত্তরঃ ব্যাকরণ না জানলে ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় না, তাই ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক।

ঝ) মাতৃভাষার ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী ?

উত্তরঃ মাতৃভাষাকে শুদ্ধভাবে বা নির্ভুলভাবে লিখতে বা বলতে গেলে মাতৃভাষার ব্যাকরণ পড়তেই হবে। তা না হলে মাতৃভাষার উৎকর্ষ নষ্ট হবে।

প্রশ্ন-২ সাধুভাষায় রূপান্তর

ক) ছেলেরা মাঠে খেলছে- বালকগণ মাঠে খেলিতেছে।

খ) শীতল বাতাস বইছে - মৃদুমন্দ সমীরণ বহিতেছে।

গ) পাখিরা কিচিরমিচির করছে- পক্ষিগণ কূজন করিতেছে।

ঘ) তারা আজ কলকাতায় যাবে- তাহারা অদ্য কলকাতায় যাইবে।

ঙ) সুবোধ স্কুলে যাচ্ছে- সুবোধ বিদ্যালয়ে যাইতেছে।

প্রশ্ন-৩ চলিত ভাষায় রূপান্তর।

ক) সূর্য অস্ত যাইতেছে, এখন সন্ধ্যা নামিবে – সূর্য অস্ত যাচ্ছে, এখন সন্ধ্যা নামবে।

খ) বেগে বাতাস বহিতেছে, মনে হয় এখনই বৃষ্টি আসিবে – জোরে বাতাস বইছে, মনে হয় এখনই বৃষ্টি হবে।

গ) ভয়ে তাহার সর্বশরীর কাঁটা দিয়া উঠিল – ভয়ে তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল।

ঘ) ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না – এতে খুব একটা ক্ষতি হয় না।

ঙ) প্রভাত হইলে প্রফুল্ল পথে বাহির হইল- সকাল হলে প্রফুল্ল রাস্তায় বের হল।

প্রশ্ন-৪ ক্রিয়াপদগুলির চলিত রূপ লেখ।

করিতেছে-করছে, লিখিতেছিলাম-লিখছিলাম, গাহিব-গাইব, আসিবেন-আসবেন, নাচিতে থাকিব- নাচতে থাকব, বহিতেছে- বইছে, শুনিয়া যাও- শুনে যাও, বলিব- বলব, চমকাইতেছে- চমকাচ্ছে। ভাবিতেছিলাম- ভাবছিলাম।

প্রশ্ন-৫- সর্বনাম পদের চলিত রূপ।

উত্তর- ইহা - এটা, তাঁহারা- তাঁরা, আমাদিগকে- আমাদেরকে, তাহাকে-তাকে, উহা-ওটা, কেহ-কেউ, ইহাতে- এতে, ইহাদিগকে- এদেরকে, তাহা- তা, যাহারা- যারা।

প্রশ্ন ৬- শব্দগুলির চলিত রূপ লেখ।

পক্ষী- পাখী, বাটী- বাড়ি, গৃহ-বাড়ি / ঘর, পর্বত- পাহাড়, প্রভাত- সকাল, হস্তী- হাতি, হস্ত-হাত, একাদশ- এগারো, ষোড়শ- ষোল, বিংশ- কুড়ি।

প্রশ্ন-৭ শূন্যস্থানে সাধুভাষার ক্রিয়াপদ।

ক) আমি এখন লিখিতেছি। (লেখা)

খ) তাহারা আজ আসিতেছে। (আসা)

গ) মেয়েটি ভালোই গান গাইতেছে। (গাওয়া)

ঘ) গতকাল কলকাতা গিয়াছিলাম। (যাওযা)

ঙ) প্রচন্ড বেগে বাতাস বহিতেছে। (বয়ে যাওয়া)

প্রশ্ন-৮ বাক্যগুলো সাধু ও চলিত ভাগ কর।

ক) ঝড় উঠিবে বলিয়া আমরা বাহিরে যাইব না। –সাধুভাষা

খ) সবাই ছুটছে বাইরের দিকে – চলিত ভাষা

গ) ধীরে বহে নদী – সাধুভাষা

ঘ) ঘোড়া ছুটছে টগবগিয়ে – চলিত ভাষা

ঙ) এটা দুর্গম অঞ্চল বলে জানি – চলিতভাষা

চ) মেয়েরা ফুল তুলিতেছে – সাধুভাষা

ছ) মেঘ ডাকিতেছে – সাধুভাষা

জ) তারা ফুটবল খেলছে – চলিতভাষা

প্রশ্ন-৯-১০ (বাড়ীর কাজ) স্কুলের খাতায় নিজে করবে।

প্রশ্ন-১১ সঠিক পদটি বেছে শূন্যস্থানে বসাও।

ক) তাহারা আগামী কাল আসিবে।

খ) তাকে অবশ্যই আসতে বলবে।

গ) শুনিয়া তাহার আক্রোশের সীমা রহিল না।

ঘ) হস্তীশাবকটি জলে নামিল।

ঙ) শ্মশানে শব দাহ হইতেছে।

মনে রাখবে সাধু ও চলিত ভাষা একসাথে মিশিয়ে বলা বা লেখা যায় না। যদি মিশিয়ে বলা বা লেখা হয় তবে সেটাকে গুরুচন্ডালী দোষ বলা হয়। এবারের প্রশ্নে সেটাই আমাদের আলাদা করতে হবে।

প্রশ্ন ১২- ক) তাকে আসিতে বলবে - গুরুচন্ডালী দোষ আছে।

খ) তাহারা সুর করিয়া গাহিতেছে - গুরুচন্ডালী দোষ নেই।

গ) জলে হাঁসগুলি সাঁতার কাটিতেছে - গুরুচন্ডালী দোষ আছে।

ঘ) সূর্য উঠিলে কুয়াশা দূর হবে - গুরুচন্ডালী দোষ আছে।

ঙ) দেখে শুনে কাজ করিও - গুরুচন্ডালী দোষ আছে।

****

ST. XAVIER'S SCHOOL PURULIA

SUB : BENGALI LIT.

CLASS : V PHASE : I

গদ্যাংশ ঃ মিথ্যা কথার দোষ

লেখকঃ রাজা রামমোহন রায়

প্রিয় ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা Literature ক্লাসে তোমাদের সকলকে সাদর অভিনন্দন ও উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই। আজ আমরা রাজা রামমোহন রায়ের লেখা মিথ্যা কথার দোষ গল্পটির বিষয়ে জানবো। গল্পটি যদিও আগেকার দিনের সংস্কৃত শব্দ মিশ্রিত সাধু ভাষায় লেখা তবুও পাঠটিকে বারবার পড়ে এবং শব্দের মানে গুলি দেখে সম্পুর্ণ বুঝে নিতে হবে। তাই পাঠটি অনেকবার করে বাড়িতে পড়তে হবে।

গল্পের সারমর্মঃ- মিথ্যা কথা বলা এবং কাউকে ঠকানো যে কতটা অধর্মের বিষয়, সেটা বোঝাতে গিয়ে লেখক বলেছেন- মিথ্যাবাদীরা কখনই ঈশ্বরের অনুগ্রহের পাত্র হতে পারে না। ঈশ্বর আমাদের সকলের সৃষ্টিকর্তা ও সর্বনিয়ন্তা। আমরা তারই সন্তান। তাই তাঁর আদেশ অমান্য করলে আমরা পরমেশ্বরের আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হব।

মূল বিষয়ঃ- ১) মিথ্যাবাদীদের কেউ বিশ্বাস করে না ও সবাই তাদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। ২) একটা মিথ্যাকে ঢাকতে অনেকগুলি মিথ্যা কথা সাজাতে হয়। **Ref. 1st. Para, pg. 3** ৩) মিথ্যাবাদীদের বিশিষ্ট মানুষদের মধ্যে গণনা করা হয় না। **3rd Para, pg. 4** ৪) শাস্তির ভয়ে মিথ্যা কথা বললে মনের ভিতরে মলিনতা ও অসন্তোষ জন্মে। **2nd para, pg. 4** ৫) মিথ্যাবাদীরা পরমেশ্বরেরর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়। **1st. para, pg. 3**

এবার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমরা পাঠটিকে আরও ভালো করে বুঝে নেব। প্রশ্ন-উত্তরগুলি খাতায় অবশ্যই লিখে রাখবে এবং বাড়ির কাজগুলি অবশ্যই চেষ্টা করবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নগুলির ছোট ছোট অংশের আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদ করে উত্তরগুলো লিখতে হবে। দু-একটি নমুনা উত্তর তোমাদের জন্য করে দেওয়া হল।

প্রশ্ন ১। 'মিথ্যাবাদীরা পরমেশ্বরের আজ্ঞার বহির্ভূত'-

পরমেশ্বর কে ?

- কীসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয় ?
- কাদের উপর তিনি অসন্তুষ্ট হন ?
- মিথ্যাবাদীদের তিনি অপছন্দ করেন কেন ?

উত্তরঃ উদ্ধত অংশটি 'বাংলা গদ্যের জনক' রাজা রামমোহন রায়ের সত্যকথা বলার ও সত্যনিষ্ঠ হওয়ার গুরুত্ব বোঝাতেই এ কথা বলেছেন। পরমেশ্বর এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি কর্তা ও আমাদের নিয়ন্তা। আমরা সকলে তারই সন্তান।

-সর্বদা সত্য কথা বলে, সৎভাবে জীবন যাপন করে এবং ঈশ্বরের আদেশ মেনে চললেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

- যারা মিথ্যাবাদী ও ঈশ্বরের আদেশগুলি না মেনে অসৎভাবে জীবন যাপন করে, তাদের উপর তিনি অসন্তুষ্ট হন।

- মিথ্যা কথা বলা ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার সামিল। এর চেয়ে বড় অধর্ম আর নেই। তাই তিনি মিথ্যাবাদীদের অপছন্দ করেন।

৬। 'সত্যের অন্যথাচরণ করিয়া এই রূপ পাপভোগ তাহার প্রতিদিন হইত' -

- কার কথা এখানে বলা হয়েছে ?
- তার কী বদ অভ্যাস ছিল ?
- কীভাবে ঐ অভ্যাসটি তার মধ্যে জন্মেছিল ?
-এর ফল কী হয়েছিল ?

উত্তরঃ- উপরোক্ত অংশটি 'ভারত পথিক' রাজারাম মোহন রায় বিরচিত 'মিথ্যাকথার দোষ' শীর্ষক গল্পের অংশ। এখানে মেন্ডক্লিস্ নামের এক সদ্‌বংশোদ্ভব বালকের কথা বলা হয়েছে।

-ছেলেটির ভালো বংশে জন্ম হলেও মিথ্যা কথা বলার একটি বদ অভ্যাস ছিল।

-ঐ বদ অভ্যাসটি খারাপ বন্ধু বান্ধবদের সাথে ক্রমাগত মেলামেশার ফলে তার মধ্যে জন্মেছিল।

-এর ফলে মেন্ডক্লিস একজন মিথ্যাবাদী বলে পরিচিত হয়েছিল। ঘটনাচক্রে একদিন তার সুন্দর বাগানে একটি গরু ঢুকে ভালো ভালো পাঁচটি গাছ নষ্ট করছিল। গরুটিকে নিজে তাড়াতে না পেরে একজন মালির সাহায্য প্রার্থনা করেছিল। কিন্তু মিথ্যাবাদী হওয়ায় ঐ মালি তার কথায় বিশ্বাস করেনি এবং তাকে সাহায্য করতেও যায় নি।

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলিঃ-

১। পরমেশ্বর কাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং কাদের উপরে অসন্তুষ্ট হন ?

উত্তরঃ যারা সত্যনিষ্ঠ ও সর্বদা সত্য কথা বলে, পরমেশ্বর তাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং যারা মিথ্যাবাদী ও অপরকে ঠকায় ঈশ্বর তাদের উপর সন্তুষ্ট হন।

২। মিথ্যাবাদীরাও পরের মিথ্যা শুনে নিন্দা করে এর থেকে কী বোঝা যায় ?

উত্তরঃ- মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ এবং মিথ্যাবাদীরা সবসময় ঘৃণার পাত্র হয়। তাই মিথ্যাবাদীরাও পরের মিথ্যা শুনে নিন্দা করে।

৩। আরিস্তাতিল কোন দেশের মানুষ ছিলেন ? তাঁকে মানুষ শ্রদ্ধা করত কেন ?

উত্তরঃ আরিস্তাতিল গ্রীস দেশের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও কবি ছিলেন।

আরিস্তাতিল পরম জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন। তিনিই প্রথম কোন ঘটনার বিষয়কে যুক্তি ও কারণ দিয়ে বিচার করতে শেখান। তাই তাঁকে মানুষ শ্রদ্ধা করত।

৪। "যাহারা দাস্য কর্ম করিয়া প্রাণ বাঁচায়"-তাদের কী বলা হত ?

উত্তরঃ- যারা দাস্য কর্ম করে প্রাণ বাঁচায় তাদের ক্রীতদাস বলা হয়।

৫। সদ্‌বংশোদ্ভব হলেই কি মানুষ সত্যবাদী হয় ?

উত্তরঃ- সৎ বংশে জন্ম হলেই মানুষ সত্যবাদী হবে তার কোন মানে নেই। খারাপ বন্ধুদের সাথে মেলামেশা করলে সে মিথ্যাবাদীও হয়ে যেতে পারে।

নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলিঃ-

১। অর্থ লেখ।

বহির্ভূত- বাইরের
আজ্ঞাবহ- আদেশপালনকারী
প্রত্যয়- বিশ্বাস
প্রবঞ্চনা- ঠকানো
নিগ্রহ - নির্যাতন
মালিন্য- মলিনতা
পারিপাট্য- পারিপাটি সৌন্দর্য
দৌর্ভাগ্য- মন্দকপাল / দুর্ভাগ্য

২। সন্ধি বিচ্ছেদঃ- বিদ্যালয়ে শেখানো হবে।

৩। পদ পরিবর্ত্তন করঃ-

পাগল- পাগলামি
প্রবঞ্চনা- প্রবঞ্চিত

পারিপাট্য- পরিপাটি
আহ্লাদ- আহ্লাদিত
অবহেলা - অবহেলিত
তিরস্কার- তিরস্কৃত
জিজ্ঞাসা- জিজ্ঞাসিত
দাস্য- দাস

৪। বিপরীতার্থক শব্দঃ-

নিন্দা x প্রশংসা
মিথ্যা x সত্য
তিরস্কার x পুরস্কার
প্রবঞ্চনা x সততা
জিজ্ঞাসা x উত্তর
অপরাধী x নিরপরাধ
অভ্যাস x অনভ্যাস
বিশ্বাস x অবিশ্বাস

(Q.No. 5, 7 & 8 শূন্যস্থান পূরণ, চলিত ভাষায় রূপান্তর, বাক্য রচনা বাড়ীতে করবে)
Q.6. বিদ্যালয়ে করানো হবে।

৯। এক কথায় প্রকাশ করোঃ-

যে মিথ্যা কথা বলে - মিথ্যাবাদী
যে ক্ষতি করে - ক্ষতিকারক
বিচার করে যা উচিত বলে মনে হয়- বিচারসঙ্গত
সৎ বংশে যার জন্ম - সদবংশোদ্ভব
যে অপরাধ করে- অপরাধী

১০।সঠিক বাক্যের পাশে ✓ দাগ এবং ভুলটির পাশে × দাগ দাও।

ক) মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত ঘৃণার বিষয়। (✓)
খ) সত্যনিষ্ঠ হলে ঈশ্বর তার উপরে সন্তুষ্ট থাকেন। (✓)
গ) অ্যারিস্টটল ছিলেন মিশরের এক পরম জ্ঞানবান ব্যক্তি। (×)
ঘ) মেন্ডক্লিস ছিল নিচু বংশোদ্ভুত এক বালক। (×)
ঙ) নিগ্রহ ভোগ করতে হলেও সত্যকে আশ্রয় করে থাকা উচিত। (✓)
চ) মন্দলোকের সঙ্গে থাকলে মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস জন্মায়। (✓)

আরও কিছু অতিরিক্ত প্রশ্ন তোমাদের সুবিধার্থে এখানে দেওয়া হল।
এগুলি বাড়িতে লিখে অভ্যাস করবে।

১। কখনও মিথ্যা বলা উচিৎ নয়- কেন ? (পাঠের মূল ভাব অংশটি দেখ)
২। রাজা রামমোহন রায়ের পিতামাতার নাম কি ? (লেখক পরিচিতি দেখ)
৩। 'দি এথিকস্' এবং 'পোয়েটিক্স্'- গ্রন্থ দুটি কার রচনা ?
(পৃষ্ঠা ৬ নং আরিস্তাতিল টীকা অংশটি দেখ।)
৪। মিথ্যা কথার দোষ গল্প থেকে তুমি কী শিক্ষা পাও ? (প্রবন্ধের নীতিশিক্ষা অংশটি দেখ)
৫। রাজা রামমোহন রায়ের একটি সমাজ সংস্কারমূলক কাজ উল্লেখ কর। (লেখক পরিচিতির দ্বিতীয় অংশটি দেখ।)
৬। প্রথম বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থ 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'- কে, কোন ভাষায় রচনা করেন ?
(লেখক পরিচিতি অংশটির শেষদিকে দেখ।)

আজকের পাঠ (কবিতা) রাম ভরতের মিলন

কবি- কৃত্তিবাস ওঝা

কবিতাটির উৎস ও আগের ঘটনাঃ- রাম ভরতের মিলন কবিতাটি রামায়ণ মহাকাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই আমরা বাড়ির বড়দের কাছ থেকে রামায়ণের কিছু ঘটনার কথা অল্পস্বল্প শুনেছি। এখানে জানতে হবে যে, প্রাচীন ভারতের একটি ছোট রাজ্য অযোধ্যা এবং এখানকার রাজা ছিলেন রাজা দশরথ। তার তিন স্ত্রীর মাধ্যমে রাম, লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এই চার ছেলে ছিল। সবচেয়ে বড় ছেলে ছিল রাম। তাই তখনকার নিয়ম অনুসারে পিতার মৃত্যুর পর বড় ছেলেই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসত। কিন্তু দ্বিতীয় পত্নী কৈকেয়ী তার নিজের ছেলে ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। এবার ঘটল বিপত্তি। কৈকেয়ীর বরে রাজা দশরথ রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্য পঞ্চবটী বনে পাঠালেন। অন্যদিকে ভরত দাদা রামচন্দ্রকে উপেক্ষা করে সিংহাসনে বসতে রাজি ছিলেন না। তাই মামার বাড়ি থেকে ফিরে এসেই দাদাকে বনবাস থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করতে পঞ্চবটী বনে ছুটলেন। এরপর থেকে কবিতাটি আমাদের পাঠে শুরু হল।

কবিতার মূল বিষয়বস্তুঃ- পঞ্চবটী বনে দাদা রামচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হবার পর ভরত তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে অযোধ্যায় ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন। মায়ের হয়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বিমাতা কৈকেয়ীকে কোনরকম অভিযোগ না করে ভরতকে জানালেন যে তিনি পিতার ইচ্ছা পালনের জন্য অয়োধ্যায় ফিরে যাবেন না। কোন উপায় না দেখে ভরত তখন রামচন্দ্রের পাদুকা জোড়া (জুতো) চাইলেন এবং জানালেন, তিনি এই পাদুকা জোড়াকেই সিংহাসনে বসিয়ে দাদার নামেই প্রজাপালন করবেন।

এবার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমরা কবিতাটি আরো ভাল করে বুঝে নেব। রচনাধর্মী প্রশ্নের ছোট ছোট অংশগুলি এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সব উত্তরগুলি অনুচ্ছেদ করে আলাদা আলাদা অংশে ভাগ করে খাতায় অবশ্যই লিখবে। বিদ্যালয় খোলার পর কাজগুলি অবশ্যই শিক্ষক মহাশয়কে দেখিয়ে নিতে হবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী

প্রঃ১- 'অপরাধ ক্ষমা করো চলো প্রভু দেশ'-

- বক্তা কে ? তিনি কী অপরাধ করেছিলেন ? কোন দেশে যাবার কথা এখানে বলা হয়েছে ?

উত্তরঃ- উদ্ধৃত অংশটি কবি কৃত্তিবাস ওঝার লেখা 'রামভরতের মিলন' কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি 'রামায়ণ' মহাকাব্যে থেকে নেওয়া।

- এখানে বক্তা হলেন ভরত।
- ভরত নিজে কোন অপরাধ না করলেও তার মায়ের অভিসন্ধির কারণে নিজেকে অপরাধী মনে করছিলেন। তাই মায়ের হয়ে ভরত শ্রী রামচন্দ্রের কাছে ক্ষমা চাইলেন।
- ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরে যেতে বলছিলেন।

প্রঃ ২) 'দাস বৎ কর্ম করি আজ্ঞা অনুসার'-

কে, কাকে একথা বললেন ? দাসবৎ কর্ম করার কথা বক্তা বললেন কেন ?

উত্তরঃ- উপরের লাইনটি কৃত্তিবাস ওঝা বিরচিত 'রাম ভরতের মিলন' কবিতার অংশ বিশেষ। ভরত রামচন্দ্রকে এ কথা বলেছিলেন। দাসবৎ কর্ম করার মানে হল চাকর বা ভৃত্যের মতো আদেশ পালন করা বোঝায়। ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছিলেন রামচন্দ্র। তাই বড় ভাই হিসাবে তিনিই রাজা হয়ে সিংহাসনে বসার অধিকারী। তাই তার আদেশেই সবসময় পালন করতে হবে।

প্রঃ৩- 'তবে সে পারিব আমি পালিবারে প্রজা'-

কে, কাকে একথা বললেন ? কখন বললেন ? বক্তা উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে কি চাইলেন ?

- উপরোক্ত কথাটি ভরত, রামচন্দ্রকে বলেছিলেন।

- অনেক কাকুতি মিনতি করে বলা সত্ত্বেও রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় ফিরে যেতে চাইলেন না, তখন ভরত একথা বলেন।

- রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরে যেতে রাজি না হওয়ায় শেষমেশ ভরত দাদার পাদুকা জোড়াই প্রজাপালনের উদ্দেশ্যে চেয়েছিলেন।

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলিঃ-

প্রঃ-১ কবিতাটি কোন মহাকাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে ?

উত্তরঃ কবিতাটি 'রামায়ণ' মহাকাব্য থেকে গৃহীত হয়েছে।

প্রশ্নঃ২ রাম ও ভরতের পিতা কে ছিলেন ?

উত্তরঃ রাম ও ভরতের পিতা ছিলেন রাজা দশরথ।

প্রশ্নঃ৩ রামচন্দ্রের বিমাতার নাম কী ছিল ?

উত্তরঃ রামচন্দ্রের বিমাতার নাম ছিল কৈকেয়ী।

প্রশ্নঃ৪ ভরত নিজে সিংহাসনে বসতে চাইলেন না কেন ?

উত্তরঃ আগেকার দিনের প্রথা অনুসারে বড় ছেলেই সিংহাসনে বসার অধিকারী ছিল। রামচন্দ্র ছিলেন রাজা দশরথের বড় ছেলে। তাই তাঁরই সিংহাসনে বসার কথা। পিতার ইচ্ছাপালনে রামচন্দ্র বনে চলে গেলেও ভরত সিংহাসনে বসতে চান নি।

নৈর্ব্যক্তিত ও ব্যাকরণগত প্রশ্নাবলি

১। শূন্যস্থান পূরণ করো।

চতুর্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য
অযোধ্যায় যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ॥
জোড় হাতে ভরত বলেন সবিনয়।
কেমনে রাখিব রাজ্য মম কার্য নয়॥

প্রশ্নঃ২- কবিতা থেকে শব্দ নিয়ে মিল করে শব্দ লেখো।

মনে রাখবে এগুলি কিন্তু শব্দের মানে নয়। এগুলি হল কবিতার মিলশব্দ।

রাজা- প্রজা
নয়- সবিনয়
পিতৃবাক্য - প্রত্যক্ষ
বিমাতার- পিতার
চরণ- আগমন
পন্ডিত- উচিত
রাজ্যভার- অনুসার
সার- অন্ধকার
দেশ- মনঃক্লেশ

৩। অর্থ লেখ।

আগমন- আসা
চরণ- পা
দাসবৎ - ভৃত্য বা চাকরের মতো
প্রত্যক্ষ- চোখের সামনে দেখা
ভূষণ- শ্রেষ্ঠ রত্ন / অলঙ্কার
বিমাতা- সৎমা
মনঃক্লেশ- মনের কষ্ট
অনুসার- অনুযায়ী
পন্ডিত- জ্ঞানী

৪। নীচের শব্দগুলির গদ্যরূপ লেখঃ-

দেহ- দাও
ঘুচাও- ঘুচিয়ে / দুর করে দাও
চরণ- পা
পালিবারে- পালন করার জন্য
মম- আমার
লহ- নাও
আজ্ঞা- আদেশ

৫। বাক্যরচনা- (বাড়ীর কাজ) নিজে করবে।

এখানে আরো কিছু অতিরিক্ত প্রশ্ন তোমাদের সুবিধার জন্য দেওয়া হল।

ক) সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ কে রচনা করেন ? (সূত্রঃ কবি পরিচিতি দেখো।)

খ) কবি কৃত্তিবাস ওঝার ঠাকুরদাদার নাম কি ছিল ? (সূত্রঃ কবি পরিচিতি দেখো।)

গ) যখন রাজা দশরথ মারা গেলেন তখন ভরত কোথায় ছিলেন ? (কবিতার পূর্ব সূত্র দেখ।)

ঘ) 'অযোধ্য ভূষণ তুমি অযোধ্যার সার'- এখানে 'তুমি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে ?

ঙ) 'সার' শব্দটির দুটি আলাদা মানে করে বাক্য রচনা কর।

চ) 'রাম ভরতের মিলন' কবিতায় ভরতের সাথে রামের কোথায় মিলন হল ?

ছ) কবিতাটি মুখস্থ করবে ও না দেখে খাতায় লিখবে।

****